নৌকার প্রার্থী কৃষ্ণপদ দত্তের প্রতি আস্থা কালীচরণপুর ইউনিয়নবাসির

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়ন জুড়ে এখন একটি কথাই উচ্চারিত হচ্ছে নৌকার প্রার্থী কৃষ্ণপদ দত্ত কি আসলেই অসুস্থ ? এই অপপ্রচারে গোটা ইউনিয়ন জুড়ে ক্ষোভ বিক্ষোভে সরব হয়ে উঠেছে তৃণমূলের রাজনীতি।

ইউনিয়ন আওয়াম লীগের রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত করতে কৃষ্ণপদ দত্তের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন একটি পক্ষ। একটি বিশেষ মহল পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও সহিংস করে তুলতে কোমর বেধে নেমেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে শতাধিক নারী পুরুষ দিয়ে শহরে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করানো হয়েছে। কিন্তু কালীচারণপুরের সাধারণ মানুষ চলমান উন্নয়নকে সম্মুত রাখতে নৌকার প্রতিই আস্থা রাখছে।

সেক্ষেত্রে বর্তমান চেয়ারম্যান কৃষ্ণপদ দত্তকে তারা যোগ্য মনে করছেন। প্রার্থী পরিবর্তনের দাবীকে তারা ষড়যন্ত্র বলে মনে করছেন। কালীচরণপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুল বারী মেম্বার জানান, ছাত্রজীবন থেকেই কৃষ্ণপদ দত্ত ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। ২০০৬ সালে সরকারি বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিএনপি জামায়াতের হামলায় গুরুতর আহত হন। দীর্ঘদিন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই রেশ এখনো তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন।

৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার রেজাউল ইসলাম জানান, তিন যুগের রাজনৈতিক জীবনে কৃষ্ণপদ দত্ত দীর্ঘ দুই দশক যাবত ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। মগরখালী গ্রামের ময়েন উদ্দীন ও রেজাউল ইসলাম জানান, যারা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবী তুলছে তারা আসলে সুযোগ সন্ধানী। ভোটের সময় তারা সরব, অন্য সময় নীরব।

বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের শিমুল ইসলাম ও আব্দুল করিম জানান, কৃষ্ণ পদ দত্ত সম্পুর্ণ সুস্থ একজন মানুষ। তিনি সুস্থ কি অসুস্থ আওয়ামলীগের কেন্দ্রীয় জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা বেশ ভাল করেই

জানেন। মহিষাডাঙ্গা গ্রামের রাজু হোসেন, মোবাচ্ছের হোসেন, নাচনা গ্রামের রফিকুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, ভগবান নগরের রোকন উদ্দীন, কাস্ট সাগরা গ্রামের শহীদুল মাস্টার জানান, ইউনিয়নের উন্নয়নে কৃষ্ণ পদ দত্তকে খুব প্রয়োজন। যারা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবী তুলছে তারা নৌকা প্রতিকের ভালো চান না। তারা সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী।

বিষয়টি নিয়ে নৌকার প্রার্থী কৃষ্ণ পদ দত্ত বলেন, তিনি নিয়মিত গনসংযোগ করছেন। যারা প্রার্থী পরিবর্তন চাচ্ছেন তারা এলাকার উন্নয়ন চায় না।একটা স্বার্থান্বেষী মহল আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আগামী নির্বাচনে আবারো বিপুল ভোটে জয়লাভ করবো। নৌকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধ পরিকর ইউনিয়নবাসি।

হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলা পরিষদ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলাতে পরিষদ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২২ নভেম্বর)সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ সন্মেলন কক্ষে উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হুসাইন এর সভাপতিত্বে,উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানার পরিচালনায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে উপস্থিত ছিলেন,হরিনাকুন্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেলিম আহমেদ,মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কমান্ডার মহিউদ্দীন মাষ্টার,প্রেস ক্লাব সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, সাধারন সম্পাদক এইচ মাহাবুব মিলু, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা খাতুন,ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান,মঞ্জুর আলম,গোলাম মোস্তফা,ছমির উদ্দীন,মোহাম্মদ আলী,শরাফত দৌলা ঝন্টু,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজসেবা অফিসার শিউলি রানী,সমবায় অফিসার মোছাঃ কামরুন্নাহার,কৃষি অফিসার হাফিজ হাসান,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন,প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মশিউর রহমান,নির্বাচন

কর্মকর্তা মোঃ নূর উল্লাহ সহ পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ। অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদ দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরে মতামত পেশ করা হয়।

ঝিনাইদহের কালীচরণপুর ইউনিয়ন আ. লীগের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

আগামী ২৩ ডিসেম্বর ৪র্থ ধাপে অনুষ্ঠেয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নে নৌকা প্রতিকের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তৃণমুল নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার কয়েক’শ নারী-পুরুষ অংশ নেয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, কালীচরণপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি মোদাচ্ছের হোসেন মেম্বর, মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন আহম্মেদ, আজিজুর রহমান তিতু, আব্দুল গফুর, ইউপি সদস্য পিন্টু শিকদার, মিজানুর রহমান মিজু, উজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা ফজল মন্ডল, কবির হোসেন, জয়নাল হোসেন, নওশের খাঁ, মকবুল বিশ্বাস, খলিল বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা হারুন-অর-রশিদ, ছাত্রলীগ নেতা হারুন মিয়াসহ অন্যান্যরা।

এসময় বক্তারা বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান কৃষ্ণ পদ দত্ত শারিরীক ভাবে অসুস্থতার কারণে গত ২ বছর একজন ইউপি সদস্য ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছেন। আসন্ন নির্বাচনে আবারো তাকে নৌকা প্রতিকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বক্তারা, তার মনোনয়ন বাতিল করে অন্য যোগ্য কোন প্রার্থীকে দেওয়ার জন্য মনোনয়ন বোর্ডের

চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহ সদরে ইউপি নির্বাচনে ৮ নতুনমুখসহ নৌকার মনোনয়ন পেলেন যারা

আগামী ২৩ডিসেম্বর ৪র্থ ধাপের নির্বাচনে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫ টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রোববার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড।
৮জন নতুন মুখসহ ৭জন বর্তমান চেয়ারম্যান মনোনয়ন পেয়েছেন। নৌকার মনোনিত নতুন প্রার্থীরা হলেন ১নং সাধুহাটি ইউনিয়নে শফিউদ্দিন মিন্টু, ২নং মধুহাটি ইউনিয়নে আলমগীর আজাদ সম্রাট, ৩নং সাগান্না ইউপিতে শেখ মোজাম্মেল হোসেন, ৪ নং হলিধানী ইউনিয়নে আবুল হাসেম মিয়া, ৬নং গান্না ইউনিয়নে আতিকুল হাসান মাসুম, ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়নের আরিফ আহম্মেদ জনি, ১৩নং ফুরসন্দি ইউনিয়নে শিকদার শহিদুল ইসলাম, ১৭নং নলডাংগা ইউনিয়নে রেজাউল ইসলাম রেজা।

এছাড়া বর্তমান চেয়ারম্যান যারা আবার নতুন করে মনোনয়ন পেলেন ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নে আশরাফুল ইসলাম, ৯নং পোড়াহাটি ইউনিয়নে শহিদুল ইসলাম হিরন, ১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নে আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ১১নং পদ্মাকর ইউনিয়নে নিজামুল গণি লিটু, ১২নং দোগাছি ইউনিয়নে ইচাহাক আলী জোয়াদ্দার, ১৪নং ঘোড়শাল ইউনিয়নে পারভেজ মাসুদ লিল্টন এবং ১৫নং কালীচরণ পুর ইউনিয়নে কৃষ্ণ পদ দত্ত। তাছাড়া ৮নং পাগলা কানাই ইউনিয়ন এবং ১৬নং সুরাট ইউনিয়নে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় নির্বাচন স্থগিত রয়েছে।
আওয়ামী লীগের মনোনীত এই ১৫ প্রার্থী আগামী ২৩ ডিসেম্বর নৌকা প্রতীকে চেয়ারম্যান পদে লড়বেন।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে গতকাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে মাহাবুব আজম ইকবাল ঝড়–কে সভাপতি, শফিকুল ইসলাম শাহিনকে সাধারণ সম্পাদক ও নজরুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক মাহাবুব আজম ইকবাল ঝড়ুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শফিকুল আজম খান চঞ্চল। সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ময়জদ্দীন হামিদ,উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি লিয়াকত আলী খান,বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জেলা আহবায়ক খসরুল আলম, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আফজালুর রহমান,ইসতিয়াক খন্দকার, আব্দুল খালেক আযব্বাসী প্রমুখ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক আমিনুল ইসলাম লিটন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা করা হয়। এর পরই অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষক নেতারা। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

নির্বাচন নিয়ে কঠোর হুসিয়ারী

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের সাথে নির্বাচনি আচরণ বিধি প্রতিপালন ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান।

সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাঃ আবু ছালেক জেলা, মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইমরান আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা নির্বাচন আচরণ বিধিসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরে মতবিনিময় করেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার নির্বাচন নিয়ে কঠোর হুসিয়ারী দিয়ে বলেন, নির্বাচনে প্রকাশ্যে সিল মারার দিন শেষ। ভোট কেন্দ্রে কোন ঝামেলা করা হলে সে যেই হোক পার পাবে না।

রাস্তার অভাবে ২৮ বছর ধরে ভোগান্তিতে হরিণাকুণ্ডু’র স্কুলের শিক্ষার্থীরা

স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পার হয়ে গেলেও ১কি.মি পাঁকা রাস্তার অভাবে ভোগান্তিতে আছে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উপজেলার শিংগা গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী ফলসী গ্রামে অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ ১কি.মি হলেও নির্মানের অভাবে রাস্তাটি সেই কাঁচাই রয়ে গেছে। ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী

শিংগা গ্রামের এবং তাদের একমাত্র রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। সভাপতি হয় আর প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সেদিকে নজর দেয়নি কেউই।

১৯৯৩ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিংগা গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা শুকনো মৌসুমে কাঁচা রাস্তায় পায়ে হেঁটে যাতায়াত করলেও, বর্ষা মৌসুমে পড়তে হয় নিদারুণ দুর্ভোগে। বছরের ৬ মাস হাঁটু কাঁদায় রাস্তাটি হয়ে পড়ে চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা রাস্তা উন্নয়নের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান এমপিসহ বিভিন্ন মহলে ধর্না দিলেও কোন ফল পায়নি। ব্যাপারে শিংগা গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমানের কাছে রাস্তা উন্নয়নের জন্য একাধিকবার আর্জি জানালেও তাতে সাড়া মেলেনি।

এ বিষয়ে ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম ও ধর্মীয় শিক্ষক মাওঃ আমজাদ হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানের এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী পার্শ্ববর্তী শিংগা গ্রামের যাদের আসা-যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাঁকা করা খুব জরুরী। অন্যথায় দিন দিন ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলেও তারা আশঙ্কা করেন।

এছাড়া, এলাকার সাধারণ মানুষের ধারণা, সরকার শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রুপিং, লবিং, দুর্নীতি ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের উদাসীনতার কারণে এতদিনেও রাস্তাটি আইডি ভুক্ত না হওয়ায় উন্নয়ন হয়নি। এবিষয়ে উপজেলা প্রকৌশল নাফিস তানজিম বলেন এই রাস্তাটির কোন আইডি নাই তাই রাস্তাটি এলজিইডি নির্মাণ করতে পারছেনা।

এব্যপারে ফলসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমানের মুঠো ফোনে বার বার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবসীর প্রাণের দাবী তাদের দূর্ভোগ কমাতে রাস্তাটি দ্রুত পাঁকা করা হোক।

কোটচাঁদপুরে আ.লীগের ১৭ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ইউপি নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে উপজেলা আ.লীগের ৪ নেতা সহ সহযোগি সংগঠনের ১৭ জন নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধায় উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি ও সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে নৌকার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে আ.লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ঠ) ধারা অনুযায়ী ১৭ জন নেতাকে বহিষ্কৃার করা হলো।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, উপজেলা আ.লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বদরুজ্জোহা লাবু, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মজনুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান মানিক ও সদস্য নজরুল ইসলাম নজু সহ সহযোগি সংগঠনের সাবদারপুর ইউনিয়নে তাফসিরুজ্জামান (তপন), হিরন খান। দোড়া ইউনিয়নে আব্দুল জলিল বিশ্বাস, আশরাফুল আলম, শামীম আরা হ্যাপী, জাকির হোসেন মিঠু। কুশনা ইউনিয়নে আতিয়ার রহমান, আব্দুর রশিদ, রওশন মালিথা, গোলাম কিবরিয়া বিপ্লব, বলুহর ইউনিয়নে শাহাজান আলী, রফিউদ্দিন মল্লিক ও শফিকুর রহমান। বহিষ্কৃত আ.লীগের এই ১৭ জন নেতাই দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে

চাই হলিধানী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী হারুনর রশিদ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৪নং হলিধানী ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও বর্তমান চেয়ারম্যান আঃ রশিদ মিয়ার ছেলে হারুনর রশিদ। ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের আস্থা আর বিশ্বাসের প্রতিক যার চরিত্রে অন্যায়, অনৈতিকতা, ধান্দাবাজি, নোংরামি ও চাঁদাবাজির কোন স্থান নাই। তিনি স্বচ্ছ ও মার্জিত ইমেজের অধিকারী, শিক্ষিত, সুদর্শন ও টগবগে এক হার না মানা যুবক। যার বাবা আঃ রশিদ মিয়া ছিলেন হলিধানী ইউনিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বার বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান প্রার্থী হারুনর রশিদ বলেন তার বাবা হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের হাল ধরেন ১৯৯৬সালে। তিনি ইউনিয়নে ২১৮ ভোট থেকে আওয়ামী লীগের আজ ৭০০০ ভোটে পরিনত করেছেন। তিনি হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রাণপুরষ বলে খ্যাত।
সেই প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা যখন রাজনীতির সমীকরণে ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান তখন ষড়যন্ত্র করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। ষড়যন্ত্র করার একটাই কারন ছিলো ইউপি নির্বাচনে যেন আর প্রার্থী হতে না পারেন।
কিন্তু ইউনিয়ানের সাধারন মানুষ সব কিছু বুঝতে পেরেছে কে বা কারা এই প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতার নামে মিথ্যা মামলা দেওয়ার সাথে জড়িত। তাই এবার ইউপি নির্বাচনে সাধারন মানুষ আঃ রশিদ মিয়ার বড় ছেলে হারুনর রশিদ কে বেঁচে নিতে চাই। একজন প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে তারা হয়তো ভেবেছিলো চেয়ারম্যান হতে পারবে? কিন্তু কোন অসৎ ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানাবেনা ইউনিয়নবাসী। সাধরন মানুষের একটাই প্রত্যাশা আঃ রশিদ মিয়ার ছেলে হারুনর রশিদকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করবেন।

অসময়ের টানা বর্ষণে ঝিনাইদহের মাঠে ভাসছে কৃষকের স্বপ্ন

গত তিন দিনের টানা বর্ষণে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলাসহ জেলার অধিকাংশ কৃষকের স্বপ্ন ধুলিসৎ হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ভাষিয়ে দিয়েছে তাদের ধান ক্ষেত, ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষে।
উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের কৃষক কবির হোসেন বলেন, আমার তিন বিঘা জমির ধান কেঁটেছিলাম ১১ নভেম্বর বিচলী করার জন্য মাঠে পড়ে ছিল প্রায় শুকিয়েও গিয়েছিল ১৩ তারিখে গুছিয়ে আনার কথা ছিল কিš◌ুÍ সেদিন থেকে বৃষ্ঠি শুরু হয়েছে। এখন সব ধান পানিতে ভাসছে এবং পঁচে কল গজিয়ে যাচ্ছে। এরকম পারফলসী গ্রামের বাবুল আক্তার, ঘোড়াগাছা গ্রামের হাবিব, রবিউল, হিজলী গ্রামের রবিউল মুন্সী, শিতলী গ্রামের আব্দুর রশিদসহ এমন অনেকেই তাদের কষ্টের কথা শুনিয়েছেন। সাগরের লঘু চাপে সারাদেশেরে ন্যায় ঝিনাইদহে গত ১৩নভেম্বর থেকে তিনদিন যাবৎ থেমে থেমে বৃষ্ঠি হচ্ছে। কৃষকরা তাদের পাঁকাধান কাঁটার স্বপ্নে বিভর ছিল।

কিন্তু অনেক কৃষকের এখন মাথায় হাত। তারা ভাবছে কিভাবে তাদের সারাবছরের খাবার ঘরে আসবে? এছাড়া অনেক কৃষকের মুলা, পালংসাক বাঁধাকঁপি, মরিচসহ অনেক কিছুই নষ্ট হয়েগেছে। এরকম আরো দুএকদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে উপজেলার সত্তর ভাগ কৃষকের রাস্তায় বসতে হবে।
এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান বলেন, উপজেলায় ১১২০০ হেক্টর জমিতে এবছর আমনের আবাদ হয়েছে, টানা বৃষ্টিতে কৃষকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উপ-সহকারী উদ্ভীদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মনিশংকর বিশ্বাস বলেন পঁচন রোধে কোন ওযুধ স্প্রে করা যাবেনা কারণ এর বিষক্রিয়া খাদ্য থেকে দীর্ঘদিন নষ্ট হতে চাইনা। পানিবদ্ধ জমির পানি দ্রুত বের করে দিতে হবে। আর আবহাওয়া ভাল হলে উল্টে পাল্টে সুকালে ক্ষতি কিছুটা কম হবে।